মেহেরপুরে তেলের বাজার অস্থির ; মনিটারিং না থাকায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে কোনোভাবেই কমছেনা সয়াবিন তেলের দাম। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তেলের মূল্য। দোকানগুলোতে খোলা তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ মিললেও মিলছেনা কোম্পানীর বোতলজাত সয়াবিন তেল।

এব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে না পড়লেও জেলা প্রশাসক বলছেন প্রশাসন নজরদারীতে রেখেছেন এবিষয় নিয়ে।

মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা শহরে প্রতি কেজি তেল ২০৫ থেকে ২১০ টাকা মূল্যে কিনতে পারলেও জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ সে তেল কিনছেন ২১০ থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত। বাজার মনিটারিং না করার কারণে ক্রেতাদের ঠকিয়ে অধিক মুনাফা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীরা।

তবে, তেল পাওয়া না পাওয়া নিয়ে ত্রি-মুখী দুষছেন তেল ডিপো, তেলের ডিলার ও খুচরা পাইকার ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর জেলায় তীর, পুষ্টি, বসুন্ধরা, যমুনা, ফ্রেস, রুপ চাঁদাসহ আরো কয়েকটি তেলের ডিলার রয়েছেন। এছাড়া গাংনীর চৌগাছা গ্রামে ও মেহেরপুরে রয়েছে খোলা তেলের কয়েকটি ডিলার।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন তেলের ডিলার বলছেন, আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা তেলের ডিপোতে টিটি করলেও তারা আমাদের তেল দিচ্ছেনা। আমরা কিভাবে খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীদের কাছে তেল দেবো? তবে, খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীরা বলছেন গাড়ি গাড়ি তেল মেহেরপুরে আসলেও ডিলাররা আমাদের তেল দিচ্ছেন না।

বিগত কিছুদিন ধরে মেহেরপুরের বাজারগুলোতে অল্পবিস্তর বোতলজাত সয়াবিন তেল পাওয়া গেলেও গ্রামের অলিগলির দোকানগুলোয় তেলের বেশ স্বল্পতা ছিল।

মেহেরপুর জেলা শহরের দোকানগুলোর দু-একটি ছাড়া অন্য

দোকানগুলোতে ছিল না সয়াবিন তেল। সরবরাহ আর গুদামে সয়াবিন তেলের সংকটের কারণে বাজারে এ স্বল্পতা বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অভিযান না চলায় প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন সাধারণ নাগরিকরা।

মেহেরপুর বড়বাজার এলাকার মের্সাস মোখলেছুর এন্ড ব্রাদার্স এর স্বত্বাধিকারী মোখলেছুর জামান শাহিন বলেন, আমরা বোতল জাত তেল পাচ্ছিনা। কয়েক দিন আগে আমি মাত্র ৬ কার্টুন তেল পেয়েছিলাম। সেখানে সরকারী রেট দেওয়া আছে ৭৬০ টাকা। আমি কিভাবে বিক্রি করবো। ওই তেল বোতল ভেঙ্গে লুজ করে বিক্রি করলে আমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবো। তবে তিনি বলেন, শুনেছি তেলের দাম নির্ধারণ করেছেন সরকার। ৫ লিটার তেলের দাম নির্ধারণ করেছে ৯৮০ টাকা। আগের দিনের ৫ লিটার সয়াবিন তেলের ৭৬০ টাকা দাম থাকায় বাজারে তেলের সংকট তেরী হয়ে আছে।তিনি বলেছেন, কেউ যদি ৯৮০ টাকায় ৫ লিটারের সয়াবিন তেলের বোতল কিনতে চাইলে পাবেন।

ভেক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা অফিসের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেছেন, আমার অধিদপ্দরের লোকবল কম। আমরা জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ধার নিয়ে অভিযান চালিয়ে থাকি। তাছাড়া আমাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে থেকে বাৎসারিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার পরিকল্পনা দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে মেহেরপুরে চলতি বছরে নির্ধারিত ৫০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা থাকলেও জেলাতে ইতোমধ্যে ৪৯ টি আদালত পরিচালনা করা হয়ে গেছে। তবে দু একদিনের মধ্যেই জেলাতে মোবাইল কোর্ট করা হবে হেতে পারে। তবে তিনি বলেছেন, ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে ২ হাজার লিটার তেল জব্দ করে। পরে ওই অসাধু ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয় এবং জব্দকৃত তেল নির্ধারিত মুল্যে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এছাড়া আলমডাঙ্গাতে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ১ শ লিটার সয়াবিন জব্দ করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর বড় বাজারের একজন খুচরা ও পাইকার মুদি ব্যবসায়ী জানান, বাজারে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দোকানের গুদামে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন তেল মজুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের নজরদারী না থাকায় ক্রেতারা অধিক দামে তেল কিনতে হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা শহরের বজলুর রহমান নামের এক খুচরা ব্যবসায়ী বলেন, ঈদের দুই তিন দিন আগ থেকেই সয়াবিন তেল চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি না। প্রতিদিন আমার দোকানে কমপক্ষে ২০০/৩০০ লিটার সয়াবিন বিক্রি হয়। ডিলারদের কাছে তেল এলেও তাঁরা চুপিচুপি বেশি দামে বিক্রি করে দেন।”

মেহেরপুর শহরের নাজমুল হোসেন ও আরাফাত হোসেন নামের ক্রেতা জানান, “মেহেরপুর বড় বাজারের কোনো দোকানে কিছুদিন যাবৎ বোতলজাত সয়াবিন তেল পাইনি। ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় বোতলজাত তেল খুলে বোতল ফেলে দিয়ে লুজ তেল কিনলাম।

জানা গেছে, গত ২০ মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লিটারপ্রতি বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে। তখন পাঁচ লিটার বোতলের দাম নির্ধারণ করা হয় ৭৬০ টাকা।

তবে বাজারে খোলা তেল ও পাম তেল না থাকার কথা জানিয়ে বিক্রেতারা বলেন, এখনও সংকট কাটেনি খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের। আর বিক্রি হলেও তা সরকারের নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

খোলা সয়াবিন না বিক্রি করার বিষয়ে একজন তেল বিক্রেতা বলেন, সরকার খোলা তেলের যে দাম নির্ধারণ করেছে, তা থেকে অনেক বেশি দামে কিনে আনতে হয়। এ জন্য আমরা খোলা তেল আনছি না।

এদিকে বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের উচ্চমূল্যের কারণে ভোক্তাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। উচ্চদামে নাজেহাল ক্রেতারা বলেন, এ তো অসহনীয় দাম। আমরা তো তেল কেনা নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকি যে কীভাবে কিনব। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য এ দাম অনেক বেশি।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, মেহেরপুর জেলায় রয়েছে ছোট ছোট বাজার। এখানে ব্যবসায়ীরা মজুদ গড়ে তুললে আমরা খবর পাবো। তবে, ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারী করা হচ্ছে সব সময়। এছাড়া বাজার মনিটারিং করা হচ্ছে নিয়মিত।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৯ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন ও নিয়মিত মামলার আসামী ৮ জন।
পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ রোববার (১৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পৃথক টীম জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ রোববার (১৫ মে) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন সূত্রটি।

সুুন্দর বাংলাদেশ

কাঁঠাল নিয়ে তো প্রবাদ আছেই “গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আর কয়দিন পরেই সেই রসে ভরা কাঁঠাল খাবো আমরা। মেহেরপুরের অলিগলিতে আছে কাঁঠালের বাগান। আর এসব বাঁগানে এসেছে প্রচুর কাঁঠাল। জাতীয় ফল কাঁঠালকে বলা হয় গরীবের খাবার। জাতীয় ফল কাঁঠালের তুলনায় চলেনা। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মুড়ির সাথে কাঁঠাল ব্যাপক জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহি একটি খাবার। এক সময় গ্রামে যেখানে কাঁঠালের আধিক্য থাকতো, সেখানে গ্রীস্মকালিন সময়ে কাঁঠাল ছিল সকালের খাবারে বাধ্যতামুলক। শুধু ফল হিসেবে নয়, কাঁচা কাঁঠাল তরকারী হিসেবেও খাওয়া হয়। এর স্বাদ অন্যরকম হয় বিধায় এর তরকারী অনেকের কাছে প্রিয়। সেই সাথে কাঁঠালের বিচি ও বিচির ভর্তাও খুব পছন্দের খাবার।
কাঁঠালে নানান পুষ্টিগুনে পুরোপুরি ভরপুর। কাঁঠালের কোয়াতে থাকে আইশ। ৪/৫ কোয়াতেই এক শ কিলো ক্যালারী খাদ্য শক্তি পাওয়া যায়। কাঁঠালের হলুদ রঙের কোষ হচ্ছে ভিটামিন “এ” সমৃদ্ধ। ২/৩

কোয়া কাঁঠাল আমাদের এক দিনের ভিটামিন “এ” এর চাহিদা পুরুণ করে।

গাংনীর পিরতলা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেনসিডিল উদ্ধার

পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক পাচারের কো ব্যবহৃত অটো বাইক উদ্ধার করেছে ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার পিরতলা বটতলা বাজার এলাকা থেকে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জহির জানান, ফেনসিডিল পাঁচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বস্তায় করে ভাঙ্গারি বহনকারী একটি অটো ভ্যান গতিরোধ করা হয়।

এসময় চালক তার ভ্যান ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ভাঙ্গারির বস্তা তল্লাশি করে তার মধ্য থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে।

নবম বারের মত শ্রেষ্ট পুলিশ অফিসার হলেন ডিবি’র এসআই অজয় কুন্ডু

মাদকদ্রব্য উদ্ধারে একের পর এক সফলতা দেখিয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশ অফিসার হিসাবে ৯ম বারের মত পুরস্কার লাভ করলেন মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবির) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু।

শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিলসেড মিলনায়তনে আয়োজিত মাসিক কল্যাণ সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এসআই অজয় কুমার কুন্ডুকে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

অজয় কুন্ডু মাদক উদ্ধারে নবমবারের মত শ্রেষ্ট হওয়ায় তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কার ও ক্রেস্ট তুলে দেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

এ সময় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, (সার্কেল) অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহা দারা খান, ডিআইও-১ ফারুক হোসেন, ডিবি’র ওসি সাইফুল ইসলাম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে এসআই অজয় কুন্ডু বলেন, এ পুরুস্কার পুলিশ বিভাগের সকল সদস্যের জন্য গৌরবের। সকলের আন্তরিক সহযোগীতা ও ভালবাসার কারণে মেহেরপুর জেলায় আমি নবমিারের মত মাদক উদ্ধারে শ্রেষ্ঠ অফিসারের পুরুস্কার পেয়েছি।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ ৩ যুবক আটক

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১২ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ মাহফুজুর রহমান (৩০), মোঃ মিলন (৪০) ও মোঃ রাসেল (২৫) নামের যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। শনিবার দুপুরে সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটক মাহফুজুর রহমান মেহেরপুর শহরের পেয়াদা পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে, মিলন শহরের বেড় পাড়া এলাকার মৃত রেজাউলের ছেলে এবং রাসেল একই এলাকার আসান আলীর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের এসআই সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে, এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই আহসান হাবীব সহ

সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের ৩ জনকে আটক করে।

পরে তাদের কাছ থেকে ১২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে কৃষক প্রশিক্ষণ

মেহেরেপুর গাংনীতে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনী উপজলো কৃষি অফিসারের উদ্যোগে পিএসকেএস সভা কক্ষে দুইদিনের প্রশক্ষিণের আয়োজন করা হয়। প্রশক্ষিণ সমাপনীতে অংশ গ্রহন করেন কৃষি বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনাবাদি পতিত জমি ও বাড়রি আঙ্গীনায় পারিবারি পুষ্টি বাগান স্থাপনরে মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টি করনের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে গাংনী উপজলো কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সভাপতত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (ক্রপস উইং) জাহিদুল আমিন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের অতিরিক্তি পরিচালক হৃদয়েশ^র দত্ত, কুষ্টিয়া উপ-পরিচালক শুশান্ত কুমার প্রমাণিক, মেহেরপুর উপ-পরিচালক সামসুল আলম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক এ কে এম কামরুজ্জামানসহ বিভিন্ন এলাকার কৃষক কৃষাণী অংশ গ্রহণ করনে।

মেহেরপুরে লিচু বাগান থেকে

ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের সন্নিকটের একটি লিচু বাগান থেকে মনোয়ার হোসেনে
(৪০) এর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মনোয়ার হোসেন মেহেরপুর শহরের ৪ নং ওয়ার্ড মাঠপাড়া এলাকার গোলাম মোস্তফার ছেলে।

আজ শনিবার (১৩ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সহিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজের সামনে তালতলির মাঠ নামক স্থানে তাদের নিজ জমির লিচু বাগান থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহতের ভাই শিমুল হোসেন জানান, বড় ভাই মনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ মানষিক রোগে ভুগছিলেন। তাকে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করানো হয়েছে। আজ সকালের দিকে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে মাঠের লোকজন তার মরদেহ ঝুলতে দেখে আমাদের বাড়ির লোকজনকে খবর দেন। পরে আমরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে সদর থানার তদন্ত অফিসার জুলফিকার আলী জানান, পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন মনোয়ার হোসেন মানষিক রোগী ছিলেন। তাই সে আত্মহত্যা করতে পারে।

এঘটনায় সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপী আওয়ামী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অ্যাড. গৌতম চক্রবর্তী।

এসময় তিনি বলেন, এই সরকার শুধু অর্থ লুট করে বাংলাদেশর গণতন্ত্রকে হত্যা করছে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্দ্ধোগতির কারণে এদেশের জনগণ আজ নিপিড়ীত নিঃস্ব। যত দিন যাচ্ছে এই সরকারের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার সব জায়গায় বিক্ষোভ করতে পারি না আজকের এই টা মেহেরপুর জেলা বলে সম্ভব হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপি’ অতি শক্তিশালী একটি ঘাঁটি। এই মেহেরপুর জেলাই স্বৈরাচার হাসিনার সরকার পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের শত শত নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে আমাদের ৬ শত নেতাকর্মীদের গুম করা হয়েছে, হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন এই সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে।

আপনারা প্রস্তুত থাকুন যেকোনো সময় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক আসবে আর যখনি আমারা আন্দোলন করবো এই সরকার ভেষে যাবে বঙ্গোপসাগরে। আমরাই প্রতিষ্ঠা করবো একটি গণতান্ত্রিক ও সুশীল সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, খুলনা বিভাগ বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ হোসেন।

পৌর বিএনপির সাভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সাইফুল ইসলাম, মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু, জুলফিকার আলি ভুট্টো, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশগ্রহণ

করেন।

মেহেরপুর শহরে দুটি দোকানে চুরি

মেহেরপুর শহরে পৃথক দুটি দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই দোকান দুটি থেকে নগদ টাকা, সিম কোম্পানীর রিচার্জ কার্ডসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন মালামাল নিয়ে গেছে। শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পাড়া এলাকা আনকমন স্টোর ও হোটেল বাজার মোড়ে রাজু ফল ঘর এন্ড টেলিকমে এ চুরির ঘটনা ঘটে। ওই দুটি দোকানেরই উপরের টিন কেটে চুরির ঘটনা ঘটায় চোরের দল ।

আনকমন স্টোরের মালিক মোঃ শফিকুল ইসলাম সেন্টু বলেন আমার ১ লক্ষ ১০থেকে ১৫ হাজার টাকা মতো ক্ষতি হয়েছে।

সিগারেট কেনার জন্য দোকানের ক্যাশ বাকসে নগদ ৩০-৩৫ হাজার টাকা ছিলো। এছাড়া ৮০ হাজার টাকা মতো বিভিন্ন নামি-দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট নিয়ে গেছে চোর।

অন্যদিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে রাজু ফল ঘর এন্ড টেলিকমে উপরের টিন কেটে চুরির ঘটনা ঘটে।

রাজু ফল ঘর এন্ড টেলিকমের মালিক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন রাজু বলেন আমার দোকান থেকে ১০ – ১৫ হাজার টাকা মতো মোবাইল রিচার্জ ও এমবি কার্ড নিয়ে গেছে। আরো বলেন দোকানে অন্যন্যদিন কিছু টাকা পয়সা রেখে যায়। গতকাল সব নিয়ে গেছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ দারা খান জানান, পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে একজনকে এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহের চোখে রাখা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসবাদের জন্য যে কোনো সময় থানায় নেয়া হবে।